# ইসলাম জিজ্ঞাসাও জবাব

## আল মুনাজ্জিদ মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

# 76413 - বয়িরে খােতবা পড়াকাল সূেরা ফাতহাি পড়া

#### প্রশ্ন

প্রশ্ন: আম একজন যুবক মানুষ; বিয়ি কেরত যোচ্ছ। আম যি দেশে বেয়িরে আকদ করত যোচ্ছ সি দেশে তোরা 'ফাতিহা পড়া' নামক একট বিষয় কর থোক। আমাদরে দশে যেখন কানে পুরুষ বিয়ি কেরত যোয় তখন তারা সূরা ফাতহা পড়। এ উদ্দশ্যে তারা বররে আত্মীয়-স্বজনক দোওয়াত কর, তাদরে জন্য মিষ্টান্ন ও পানীয় পশে কর। এভাব ফোতহা পড়া কি সুন্নত? যদি সুন্নত হয় তাহল এটা করা দ্বারা কী আরণেতি হয়?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

#### আলহামদুলল্িলাহ।

বয়িরে আকদকাল কেংবা প্রস্তাবকাল সূরা ফাতহাি পড়া সুন্নাহ নয়; বরং এটি বিদিআত। কুরআনরে বশিষে কােন অংশ দয়িবে বশিষে কােন আমল করা দললি ছাড়া জায়যে নয়।

আবু শামা আল-মাকদিসি 'আল-বায়সি আল ইনকারলি বিদা ও হাওয়াদিসি' গ্রন্থ (১৬৫) বলনে: কানে ইবাদতক বৈশিষে কানে সময়রে জন্য খাস করা—শরয়িত যা করনে— অনুচতি। কারণ বান্দার এ ধরণরে খাস করার অধিকার নইে। বরং সটো শর্য়তপ্রণতোর অধিকার।[সমাপ্ত]

ফতােয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিরি আলমেগণক জেজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: পুরুষ কর্তৃক নারীক বেয়িরে প্রস্তাব দয়ােকাল সূেরা ফাতহাি পড়া কী বদিআত?

জবাবে তাঁরা বলনে: পুরুষ কর্তৃক কােন নারীক বেয়িরে প্রস্তাব দয়ােকাল কেংবা বয়িরে আকদ কাল সূেরা ফাতহাি পড়া বিদ্যাত ৷[সমাপ্ত]

এভাবে সূরা ফাতিহা পড়ার প্রক্ষেতি বেয়িরে আকদ সংক্রান্ত কােন বিধান আর্রোপতি হয় না। কারণ সূরা ফাতিহা পড়ার মান এ নয় যে, বিয়রে আকদ সম্পন্ন হয়ছে।ে বরং ধর্তব্য হব—ে অভভািবক ও সাক্ষীদরে উপস্থতিতি ইজাব (বয়িরে

### ইসলাম জিজ্ঞাসাও জবাব

## আল মুনাজ্জিদ মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

প্রস্তাবনা) ও কবুল (গ্রহণ)।

সুন্নাহ হচ্ছে-ে বয়িরে খােতবার সময় 'খােতবাতুল হাজাহ' পড়া।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থকে বের্ণতি যা, তিনি বিলনে: রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম বয়িরে ক্ষত্রের ও অন্যান্য ক্ষত্রের আমাদরেক 'খাতেবাতুল হাজাহ' (প্রয়াজেন পূর্ণরে খাতেবা বা বক্তৃতা) শখাতনে: 'ইন্নাল হামদা লল্লাহ, নাসতায়ানুহু, ওয়া নাসতাগফরিহু, ওয়া নাউজুবহি মিন শুরুর আনফুসনা, মান ইয়াহদহিল্লাহু ফালা মুদল্লাল্লাহ, ওয়া মান ইউদললি ফালা হাদয়া লাহ, ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাস্লুহ।' (অর্থ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর কাছইে সাহায্য চাই। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদরে আত্মার অনষ্ট থকে তোঁর কাছ আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাক হেদোয়তে দনে তাক পথভ্রষ্ট করার কউ নইে। আল্লাহ যাক পথভ্রষ্ট করনে তাক হেদোয়তে দয়োর কউ নইে। আমি সাক্ষ্য দিছ্ছি যি, আল্লাহ ছাড়া সত্য কানে উপাস্য নইে। আমি আরও সাক্ষ্য দিছ্ছি যি, মুহাম্মদ তাঁর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল।)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً

(অর্থ- হে মানুষ! তামেরা তামেদেরে রবরে তাকওয়া অবলম্বন কর; যনি তিমেদিরেক এক ব্যক্ত থিকে সৃষ্ট কিরছেনে ও তার থকে তোর স্ত্রীক সৃষ্ট কিরছেনে এবং তাদরে দুজন থকে বহু নর-নারী ছড়িয়ি দেনে; আর তামেরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর যাঁর নাম তোমেরা এক অপররে কাছ নেজি নজি হক্ দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কতি আত্মীয়রে ব্যাপারওে। নশ্চিয় আল্লাহ্ তামেদিরে উপর পর্যবক্ষেক।[সূর নসিা, আয়াত: ০১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

(অর্থ- হে মুমনিগণ! তামেরা যথার্থভাব আেল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তামেরা মুসলমি (পরপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয় কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা না"[সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১০২]
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصلِّحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَطْيماً

(অর্থ- হে ঈমানদারগণ! তামেরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল; তাহলতে তিনি তিমােদরে জন্য তামাদরে কাজ সংশাধেন করবনে এবং তামাদরে পাপ ক্ষমা করবনে। আর যে ব্যক্ত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলরে আনুগত্য

# ইসলাম জিজ্ঞাসাও জবাব

## আল মুনাজ্জিদ মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করব।"[সূরা আহ্যাব, আয়াত: ৭০-৭১]

[সুনান েআবু দাউদ (২১১৮), আলবানী 'সহহি আবু দাউদ' গ্রন্থ েহাদসিটকি ে'সহহি' আখ্যায়তি করছেনে]

লােকরাে এ সুন্নতকাে বাদ দায়িাে বিদিআতকাে আঁকড়াে ধরছাে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর িতনি যিনে মুসলমানদরেকে তোদরে আসল দ্বীনরে দকি েউত্তমরূপ েফরিয়ি আননে।

আল্লাহই ভাল জাননে।